UTP's banking problem resolved through DLSA...

UTP Chittaranjan Routh of Special Correctional Home, Jhargram, contacted PLV Arup Kumar Pal deputed at Special Correctional Home, Jhargram and explained that he has a savings bank account at the Punjab National Bank, Netura branch from where he used to get the expenses to run his household. Now, after his confinement at the Special Correctional Home, Jhargram her wife was struggling to make both ends meet as he was the only earning member of the family. Now, in spite of the wife's repeated efforts, she was unable to join her name in the bank account.

Upon receiving this issue PLV Arup Kumar Pal brought it to the attention of the Secretary of DLSA, Jhargram. Recognizing the gravity of the situation, the Secretary instructed PLV Arup Kumar Pal to contact the concerned branch of Punjab National Bank. After going through the necessary procedures Smt. Doli Routh, wife of the UTP, was able to join her name into the bank account and could access the bank account. Thus, legal aid was provided to a UTP through the active intervention of DLSA, Jhargram.

The news is well published via local print media and electronic media.

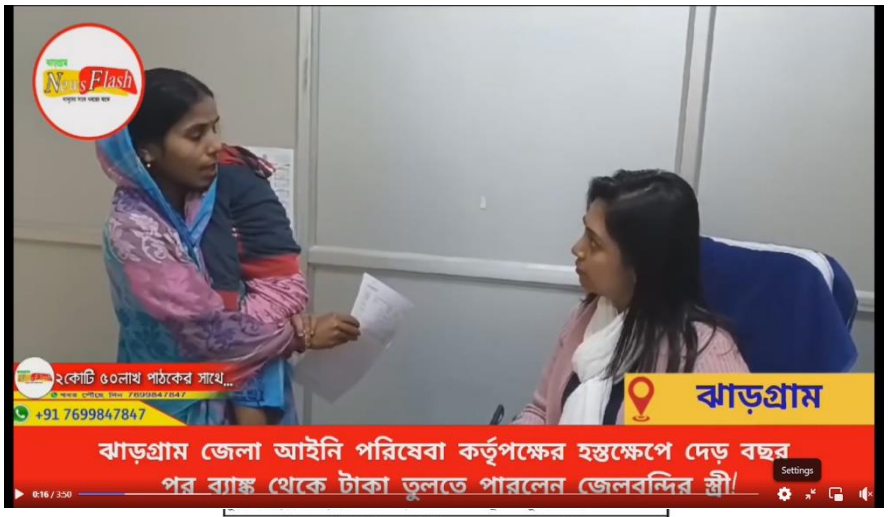

জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় দেড় বছর পর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুললেন বন্দির স্ত্রী!

জেএনএফ, ঝাড়গ্রাম:

ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে দেড় বছর পর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারলেন জেল বন্দির স্ত্রী। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা হাতে পেয়ে স্বভাবতই খুশি বন্দির স্ত্রী। ঝাড়গ্রাম থানার আগুইবনি গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতুরা গ্রামের বাসিন্দা চিত্তরঞ্জন রাউৎ পেশায় কাঠমিস্ত্রি। নেতুরা শাখায় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে তাঁর একটি সেভিংসে অ্যাকাউন্ট ছিল। ঝাড়গ্রাম থানার একটি মামলায় ২০২২ সালের ৯ মার্চ থেকে গ্রেপ্তার হয়ে ঝাড়গ্রাম বিশেষ সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন চিত্তরঞ্জন রাউৎ। স্বামী জেলে বন্দি হওয়ায় সমস্যায় পড়েন বাড়িতে থাকা স্ত্রী ও তাঁর চার বছরের সন্তান। ব্যাঙ্কে স্বামীর অ্যাকাউন্টে টাকা থাকলেও তা তুলতে পারেননি স্ত্রী। স্বামী জেলে বন্দি হওয়ার পর চার বছরের সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে যায় চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী ডলি রাউৎ। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা তুলতে না পেরে সংসার চালাতে ও সন্তানকে লালন-পালন করতে হিমশিম খায় ডলি। ঘটনার কথা ঝাড়গ্রাম বিশেষ সংশোধনাগারে এসে স্বামী চিত্তরঞ্জনকে জানায় স্ত্রী। তারপর জেল বন্দি চিত্তরঞ্জন রাউৎ সংশোধনাগারের দায়িত্বে থাকা প্যারা লিগ্যাল ভলেন্টিয়ারকে বিষয়টি জানালে উনি লিখিত ভাবে ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিবকে জানাতে বলেন। গত ১০ নভেম্বর সংশোধনাগারের সুপারের মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিবের কাছে স্ত্রীকে নিজের অ্যাকাউন্টে যুক্ত করার পাশাপাশি টাকা তোলার ব্যবস্থার জন্য লিখিত ভাবে আবেদন করেন বন্দি। আবেদন পত্র পাওয়ার পর ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সুক্তি সরকার নেতুরার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে চিত্তরঞ্জনের স্ত্রীকে সেভিংসে অ্যাকাউন্টে যুক্ত করার নির্দেশ দেন। সে মত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বন্দির স্ত্রী ডলি রাউৎকে সেভিংসে অ্যাকাউন্টে যুক্ত করে। ডলি রাউৎ দেড় বছর পর টাকা তুলতে পারেন। ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা

এরপর ৩ এর পাতায়

Published in JHARGRAM NEWS FLASH PATRIKA on 25.12.2023